৭

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 JAN 1997
পৃঃ ৫ কলাম ৫

ছাত্রী উপবৃত্তি

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। এ কারণে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলকসহ মেয়েদের শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রী উপবৃত্তিসহ বিনা বেতনে পড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন যা সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই উপবৃত্তির জন্য যদি শিক্ষার মান কমে যায় তবে কি তার কোন যথার্থতা থাকবে? ছাত্রী উপবৃত্তির কতকগুলো শর্ত আছে, ছাত্রী তথা স্কুলের উপর। শর্তগুলোর অন্যতম প্রধান দু'টি শর্ত হচ্ছে— তাকেই বৃত্তি দেয়া হবে, প্রথমতঃ যে সকল ছাত্রী বছরে ৭৫% দিন ক্লাসে উপস্থিত থাকবে এবং দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষায় ৪৫% নম্বর পাবে। সকল ছাত্রীর পক্ষে ৭৫% ক্লাসে উপস্থিত থাকা সম্ভব হয় না, আবার ৪৫% নম্বরও পাওয়া সম্ভব হয় না। বেসরকারী স্কুলগুলোতে আয়ের উৎস ছাত্রীদের মাসিক বেতন যা উপবৃত্তি চালু হওয়ার পর সরকার থেকে প্রদান করা হয়, যদিও তা পূর্বের চেয়ে (ছাত্রীদের কাছ থেকে যে পরিমাণ টাকা মাসিক বেতন হিসাবে নেয়া হতো) কম। আবার যে ছাত্রী বৃত্তি পাবে না সরকার সেই ছাত্রীর স্কুলের বেতন বহন করবে না। ফলে স্কুল এই সকল ছাত্রীর কাছ থেকে বেতন আদায়ে ব্যর্থ হয় এবং ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদানের জন্য অভিভাবক পক্ষ থেকে চাপ দেয়া হয়। এই সকল কারণে স্কুলের শিক্ষকরা দুর্নীতি করতে বাধ্য হচ্ছে।

একজন ছাত্রী ৭৫% দিন স্কুলে উপস্থিত না থাকলেও সে যেন উপবৃত্তি থেকে বাদ না পড়ে সেজন্য তার ক্লাসে উপস্থিতি ৭৫% দেখানো হচ্ছে। এমনকি যে ছাত্রী পরীক্ষায় ১৫% নম্বর পাওয়ার যোগ্য নয়, তাকেও ৪৫% নম্বর দিয়ে পাস করানো হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার মান কমছে, কারণ ছাত্রীরা মনে করছে তারা স্কুলে না গিয়ে পরীক্ষায় ভাল না করেও পাস করছে। উপরন্তু বৃত্তির টাকা পাচ্ছে। প্রক্ষান্তরে শিক্ষকরা তাদের বেতন (সরকারী ৮০% ছাড়া বাকী ২০%) না হওয়ার ভয়ে সবাইকে ৭৫% স্কুলে উপস্থিত দেখিয়ে ৪৫% নম্বর দিয়ে পাস করাচ্ছে। ফলে একজন শিক্ষক যিনি কিনা মানুষ গড়ার কারিগর তাকেও অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুর্নীতি করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

—মোঃ মনিমুল হক
পরিসংখ্যান বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী